

PRINCIPAL GIRIS CHANDRA BOSE

Tribute to a Venerable Educationist.

Celebration of the 80th Birth-day by the College Staff.

— o —

The celebration of the 80th birth-day of Principal Giris Chandra Bose by the members of the Bangabasi College Staff came off in the College premises on Sunday the 27th November 1933, at 3 p.m. Besides the present staff of the College, many ex-members of the teaching staff and members of the Governing Body graced the occasion with their presence. Those who could not come sent their tributes congratulating the veteran educationist on his having attained the 80th year. Among the ex-members who were present, the following deserve particular mention :—

Dr. Shyamadas Mukherjee, M.A., Ph. D.; Dr. Phanindranath Ghose, M.Sc., Ph.D., Sc.D.; Dr. Panchanan Mitra, M.A., Ph.D.; Dr. Hem Chandra Roychoudhury, M.A., Ph.D.; Mahamahopadhyaya Dr. Pandit Bhagbat Sastri, M.A., Ph.D.; Pandit Banamali Vedantatirtha, M.A.; Prof. J. C. Banerjee, M.A.; Prof. P. C. Banerjee, M.A.; Mr. A. K. Ghose, Barrister-at-law; and Mr. Sailapati Chatterjee,

Second Deputy Executive Officer, Corporation of Calcutta.

The College Hall was tastefully decorated in right oriental style. Principal G. C. Bose was received at the gate by the members of the staff and conducted to the Hall in a magnificent procession. After an opening song by the children of Prof. S. Roy and Prof. J. N. Chakravarti, (Renu, Mukul, Parul, and Niren), "Mangalacharan" was performed by the Professors of Sanskrit. Pandit Jogendranath Bhattacharjee, the senior-most member of the staff, blessed the Principal with "Swastibachan" and "Dhan, Durba and Chandan," after which the address on behalf of the staff was read out by Prof. Shyamapada Chakravarti. The address nicely printed on Murshidabad "Garad" and put within a silver casket on a decorated tray, along with a silver palm-tree (the symbol of long life), was presented to Principal G. C. Bose by Prof. Rajkumar Banerjee on behalf of the staff, amidst deafening cheers. A "Garad Sari," gold mounted 'Noa,' 'Sankha' and 'Sindur,' and a silver lotus plant were also presented to Mrs. G. C. Bose. The Principal, who apparently was greatly moved, made a suitable reply wishing welfare to his staff and the institution he himself had founded. On behalf of the ex-members, congratulatory speeches were made by Prof. J. C. Banerjee, Prof. P. C. Banerjee, and Mahamohapadhyaya Dr. Pandit

Bhagabat Shastri, all of whom dwelt on the genius and manifold activities of Principal G. C. Bose as well as on his large-hearted sympathy for his colleagues.

Mr. K. C. Sarkar and his friends entertained the vast gathering with 'Setar' and songs. Prof. S. K. Roy, Secretary, Celebration Committee, was all attention to the guests who were treated to light refreshments. The ceremony came to an end at 6. p.m.

The address which was in Bengali referred to the many-sided activities of Principal G. C. Bose as a scholar, educationist, scientist, patriot, and lover of his mother tongue. It is printed below :—

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুর অশীতিতম জন্ম-তিথি উৎসবে

অভিনন্দন

বাঙালীর চিত্তলোকে জ্ঞানের দীপালিউৎসব জাগিয়ে তোলার সোনার স্বপ্নকে রূপায়িত ক'রবার ব্যাকুল বাসনায় সিদ্ধপারের সারস্বতযজ্ঞভূমির হোমকুণ্ড থেকে নচিকেতার মতন তুমি বহি নিয়ে এসেছিলেন—সে আজ অর্দ্ধশতাব্দীর কথা। বাঙলার তথা ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠান এই বিশ্বতনামা বঙ্গবাসী কলেজ তোমার সেই তপস্যার অখণ্ড ফল, তোমার উজ্জল মহিমার শাস্বত-বৈজয়ন্তী। কত বাধা, কত বিপর্যয়, তুলুভ্য গিরির মতন তোমার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, চিরন্তন আশাবাদী তুমি, হৃদম ছুনিবার তোমার ইচ্ছাশক্তি; নিষ্কম্পবক্ষে, দৃপ্তপদপাতে তুমি তার সম্মুখীন হ'য়েছ। তোমার জীবনপণ সাধনার রুদ্র ধারাবেগে সকল বাধাবিপর্ষ্যয় চূর্ণ হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। তুমি সিদ্ধিলাভ ক'রেছ। হে বীরাচারী শক্তিসাধক, হে বিদ্যাদানৈকব্রত জ্ঞাননিষ্ঠ বশিষ্ঠকল্প মহাপুরুষ, তোমার এই অশীতিতম জন্মতিথি উৎসবে আজ আমরা শ্রদ্ধানতচিন্তে তোমাকে অভিবাদন করি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই অরুণ বাঙলার বিকৃত তারুণ্যের আবর্ত থেকে যে চারিত্রশক্তিতে আপনাকে তুমি নিম্মুক্ত রেখেছিলেন এবং যার প্রভাবে আজও তুমি দেহে-মনে-প্রাণে শুদ্ধ আদর্শ বাঙালী, সেই শক্তিকে আমরা সন্নতশিরে শ্রদ্ধা করি।

প্রথম যৌবনে কর্মজীবনের প্রারম্ভেই একদিন যে উদগ্র আত্মসম্মানবোধ স্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষীর তীব্র প্রতিবাদে তোমাকে উদ্ভুদ্ধ

ক'রেছিল, অনতিকালপরে ইউরোপ-যাত্রাপথে সিন্ধুবক্ষে আর একদিন যে ব্যক্তিত্বাভিমান পাশ্চাত্যজাতীয়ের দম্ভগর্ভ ঔদ্ধত্যের নির্ভীক নিষ্কম্প প্রতিবাদে তোমাকে অনুপ্রাণিত ক'রেছিল এবং এই অশীতিবর্ষব্যয়সেও যা' তোমাকে তুঙ্গশৃঙ্গ অচলের মতন উন্নত অটল এবং মহীয়ান্ ক'রে রেখেছে, সেই চিরম্বতন্ত্র, বাঙালীছল'ভ, তেজো-ভূয়িষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে বিশ্বয়পুলকিত আমরা আমাদের আন্তরিকতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

জাতীয় ভাষা, তথা সাহিত্যের অনুশীলন হ'তে যে অন্ধ মূঢ়তা বাঙালীকে বঞ্চিত ক'রে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজাতীয় ভাষার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল, সেই দৃঢ়মূল ব্যাপক, বর্ষীয়ান্ মূঢ়তার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে যে শক্তিমান্, নিঃশঙ্ক, অত্যা-অসত্যের পরিপন্থী মনস্বীরা সফল সাধনা ক'রেছিলেন, তুমি তাঁদের অন্যতম। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমার বহুবর্ষব্যাপী সম্পর্কের ইতিহাস অসত্যের বিরোধিতায় সমুজ্জ্বল—বাঙালী তা' জানে। এদেশের গৌরবময় জাতীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘকাল আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রেখে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নিত্যনবসিদ্ধি বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পবিত্র সঙ্কল্প নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃভাষায় পরিভাষা রচনা ক'রে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গ্রন্থ-প্রণয়নে তুমি বাঙলার জ্ঞান-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বর্দ্ধন ক'রেছ। শুধু তাই নয়; এ দেশের তরুজগতের অনুপম বিচিত্র সৌন্দর্য্য, তথা বিপুলমহিমার সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতির পরিচয়সূত্ররচনার উদ্দেশ্যে অদম্য অধ্যবসায়ে তুমি ইংরাজি ভাষায় অতুলনীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছ। তোমার কাছে এদেশবাসীর ঋণ পরিশোধের অতীত। হে দেশাত্মবোধী, সত্যগ্রাহী কর্মযোগিন্, আমরা শ্রদ্ধানত-চিত্তে তোমাকে অভিবাদন করি।

তোমার অন্তরে বাহিরে বিপুল ঐশ্বর্য্য ; তবু অহমিকার ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। পদমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠাগৌরবকে তুমি চিরদিনই বহিরঙ্গ আভরণ ব'লেই মনে ক'রে এ'সেছ ; তাই, অসামান্য হ'য়েও সামান্যের জীবনধারায় আপন জীবনধারা মিশিয়ে দিতে কোনোদিন তুমি কুণ্ঠাবোধ কর নাই। যাদের শীর্ষে তোমার রাজাসন রচিত, তাদের বিহার-ভূমিতে অবলীলায় তুমি অবতরণ ক'রতে পারো ; দ্বিধাবোধের সূক্ষ্মতম স্পন্দনও কোনোদিন তোমার চিত্তে জাগে না। প্রভুত্বের সূদূরগগনচারী হ'য়েও বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ কর মৃদুবিহারী সকলের ওপর তুমি সহজেই প্রসারিত কর। হে অসাধারণ সাধারণ মহাপুরুষ, তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করি।

তোমার প্রেমদীপ্তমনের কল্যাণ-কামনা শুধু মানুষেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, অন্তশ্চেতন তরু-জগৎকেও পরিব্যাপ্ত ক'রেছে। তাই, স্নেহমুগ্ধ মানুষের স্নিত-দীপ্ত নয়নের আলোর মুকুট তোমার গৌরবোন্নত শিরে দেদীপ্যমান ; আর, বনভুবনের চিরশ্রাম, চিররসনিষিক্ত, চিরস্মরভিমধুর মর্ম্মের ঐকান্তিক মর্ম্মরাশীর্বাদে তোমার চিত্তে অটুট তারুণ্যের লীলা, তোমার পরমায়ু অক্ষয়বটের পরমায়ু। হে পর-প্রেমিক, আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, আনন্দমেত্বর সন্নতচিত্তে অভিবাদন করি। ইতি— শম্।

বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

১১, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

গুণমুগ্ধ—

তোমার সহকর্ম্মীর নন্দ

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুর
অশীতিতম জন্মতিথি-উৎসবের
উদ্বোধন-সঙ্গীত

দেশমন্ডার—কাওয়ালী

ঝর' ঝর' ঝরে আজি মঙ্গল-ধারা সুধাময়ী করি' ধরণীরে,
সুধাময়ী করি' ধরণীরে,
অমল-শ্যামল-বরণীরে ।

সুধাময় রবিতারা ইন্দু,
সুধাময় অম্বর সিদ্ধু,
সুধাময় বনতল,
ধাময় ফুলদল,
সুধাময় পরিমল-
বিন্দু ।

সুধা ঝরে ছন্দে,
সুধা ঝরে গন্ধে,
সুধা ঝরে মৃদুল সমীরে ॥

কথা ও স্বর—অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী ।
কোরাস্—কল্যাণীয় নীরেন চক্রবর্তী,
কল্যাণীয়া রেণু রায়, পারুল রায়, মুকুল রায় ।